সংবাদ

30/1/82

210

126

সঙ্গীত বিদ্যালয়ের নামে সংগৃহীত অর্থ ফেরত পাওয়ার দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ আর্থিক অনটনে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে বলে কলেজ সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ১৯৭৮ সালে কলেজের জন্য সংগৃহীত অর্থ কলেজের নিজস্ব একাউন্টে জমা না হয়ে 'শিক্ষা উন্নয়ন তহবিলে' জমা হয়েছে। ওই বছর শেরে বাংলা নগরে আগারগাঁও-এ মরহুম রাষ্ট্রপতি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের জন্য সাড়ে ৫ বিঘা জমি বিনামূল্যে দেয়া ছাড়াও ওই বছরই তিনি কলেজের জন্য ঢাকা নগরীর দশটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে দু' সপ্তাহের প্রমোদকর সংগ্রহের নির্দেশ দেন। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে আরো এক সপ্তাহের প্রমোদকর সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ ব্যাপারে সংগৃহীত ২৭ লাখ টাকা কলেজের নিজস্ব একাউন্টে জমা না দিয়ে তৎকালীন কলেজের বিশেষ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব খানে আলম খান তা কমিশনারের 'শিক্ষা উন্নয়ন তহবিলে' জমা দেন।

পরবর্তীতে বিশেষ কমিটির পরিবর্তন হয় এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানকে সভাপতি করে 'এডহক কমিটি' গঠন করা হলে কলেজের অর্থাৎ টাকা জমা দেয়ার বিষয়টি নবগঠিত পরিচালনা পরিষদকে অবহিত করেন।

এ ব্যাপারে প্রাক্তন সভাপতির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন রকম সহযোগিতা না করায় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্মারক নম্বর যথাক্রমে এস, আই ডি।২ সি-৯৪।৭৮।২৫৩।১-ই, ডি,এস, তারিখ ৩১-৩-৮১, সেক ৪।২ সি-৯৪।৭৮।৪৩২।১-ই, ডি, এস, তারিখ ২৫-৫-৮১ পত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ হস্তান্তরের নির্দেশ দেন। কিন্তু এতেও কোন ফল হয়নি।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতিকে বিষয়টি অবহিত করা হলে তারা সরকারকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়টির কোন সুরাহা হয়নি। ১৯৬৩ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী এ টি এম মোস্তফা এবং সঙ্গীতানুরাগী ও সঙ্গীত শিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে কলেজটির জন্ম হলেও অর্থের অভাবে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা বর্তমানে কঠিন হয়ে পড়েছে।